দৈনিক বাংলা 157

তারিখ 06 FEB 1997 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

পঁচিশ বছরে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়লেও মান বাড়েনি

মুজতবা খন্দকার ঃ গত পঁচিশ বছরে দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পায়নি। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সুষ্ঠু শিক্ষানীতির অভাবসহ বিভিন্ন কারণে দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে ১ বছরের মত সেশন জট রয়েছে।

স্বাধীনতার পঁচিশ বছর উপলক্ষে বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ আয়োজিত শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি গোলটেবিল বৈঠকে পঠিত প্রবন্ধ থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

উন্নয়ন পরিষদের গবেষণা ও জরিপ প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্যে এই প্রবন্ধ তৈরী করা হয়। প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ১৯৭২ সালে দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৯ হাজার ৫শ' ৩৪ জন। অন্যদিকে ১৯৯৬ সালে দেশের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭২ হাজার ৪শ ২৯ জন। ১৯৭২ সালে ২৫৪টি ডিগ্রী কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৯০ হাজার। ১৯৯৬ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬১৩টি ডিগ্রী কলেজে ৯ লাখ ৯২ হাজার ৪৯৩ জন। ১৯৭২ থেকে ৯৬ পর্যন্ত শিক্ষার বিভিন্ন-স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৩ শতাংশ, ডিগ্রী (পাস) ৬ দশমিক তিন শতাংশ, ডিগ্রি (সম্মান) ৩ দশমিক ৭ শতাংশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর মাথাপিছু পৌনঃপুনিক শিক্ষা খরচ বেশী বেড়েছে ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে, এরপর রয়েছে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান।

এছাড়া প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আয়ের কোন উৎস না থাকলেও ব্যয়ের জন্য রয়েছে একাধিক খাত। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে সম্পূর্ণ সরকারী অনুদানের ওপর নির্ভর করে।

প্রবন্ধে বলা হয়, সন্ত্রাসের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাব্যবস্থা গত পঁচিশ বছরে ব্যাহত হয়েছে আশংকাজনকভাবে। এছাড়াও রয়েছে গোঁজামিল ও অনুপযোগী পরীক্ষা পদ্ধতি এবং সিলেবাস। প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষাখাতে অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, সঠিক প্রশিক্ষণের অভাবসহ নানাবিধ কারণে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পায়নি।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এ দিকগুলোর ব্যর্থতা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা প্রবন্ধে বলা হয়েছে।

অর্থনীতিবিদ ডঃ খলিকুজ্জামান আহমদ-এর বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ আয়োজিত এই গোল টেবিল বৈঠকটি গত মাসের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের সরকারী ও বিরোধীদলের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।